



60186 - ইহরাম অবস্থায় ববে কিয়ারিয়ার পরা

প্রশ্ন

ফরয উমরা আদায়কালে ববে কিয়ারিয়ার পরার হুকুম কি; যটো গায়ো ঝুলানো হয়। ইংরজৌতে যটোকো Kangoro বলা হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইহরাম অবস্থায় ববে কিয়ারিয়ার পরতে কোন আপত্তি নাই। কেনো এটি ইহরাম অবস্থায় নষিধোজ্‌ঞা উদ্‌ধৃত হয়ছেো এমন কোন পোশাক নয় এবং নষিধোজ্‌ঞা উদ্‌ধৃত পোশাকগুলোর অধিক্তও নয়।

এটি পানরি মশক বা টাকাপয়সার থলে বহন কথিবা বুকরে সাথে রশি দিয়ে বঁধে পঠিরে ওপর জনিসিপত্‌র বহনরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে নষিদিধ কিছু নাই; সেই আলোচনা সামনে আসছেো।

যে পোশাকগুলো পরা মুহরমিরে জন্য নষিদিধ সেগুলো হছেো: জামা, পায়জামা, বুরনুস (এক ধরণরে প্রশস্ত জামা যার সাথে মাথা ঢাকার অংশও যুক্ত থাকে), পাগড়ী, খুফ্‌ফ (চামড়ার মজো তথা পায়রে ওপর চামড়ার তরৌ যা পরা হয়)।

এর পক্ষয়ে প্রশমাণ হছেো বুখারী (৫৮০৫) ও মুসলমি (১১৭৭) কর্তৃক সংকলতি আব্দুল্লাহ্‌ বনি উমর (রাঃ) এর হাদসি; তিনি বলনে: এক ব্যক্‌তি দাঁড়িয়ে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমরা যখন ইহরাম করতিখন আপনি আমাদরেকে কি পরার নরিদশে দনে? তিনি বলনে: আপনারা কামজি পরবনে না, পায়জামা পরবনে না, পাগড়ী পরবনে না, বুরনুস পরবনে না, চামড়ার মজো পরবনে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তাহলে তিনি টাকনুদবয়রের নীচরে অংশে মজো পরবনে এবং এমন কোন পোশাক পরবনে না যাতো জাফরান বা ওয়ারস (একজাতীয় সুগন্ধি উদ্‌ভদি) লাগানো হয়ছেো”।

এই নষিধোজ্‌ঞার অধিক্ত হবো যা কিছু এর সমজাতীয়। যমেন- জুব্বা, আবায়্যা (জামার উপর পরধিয়ে), আন্ডারওয়্যার, টুপি, কাপড়রে মজো। তথা শরীররে অবয়ব অনুযায়ী কথিবা শরীররে অংশ বশিষেরে অবয়ব অনুযায়ী পরত্যকে যে পোশাক তরৌকৃত, সাধারণত যটো পরা হয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ইহরামকারীর জন্য নষিদিধ পোশাক বরণনা করতে গিয়ে বলনে: “উল্লেখতি হাদসি থেকে পরসিকার হয় যো, মাখীত (সলোইকৃত) দ্বারা উদ্‌দশ্য হছেো: যা কামজিরে মত গোটো দহেরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছেো কথিবা বুনন করা হয়ছেো। কথিবা গঞ্‌জরি মত যা দহেরে উপরাংশরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়ছেো কথিবা বুনন করা হয়ছেো। কথিবা



সলোয়ারের মত যা দহেরে নমিনাংশরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়েছে কথিবা বুনন করা হয়েছে। এর অধভুক্ত ধরা হবে হাতমোজা বা পা-মোজার মত যা কছি হাতেরে অবয়ব অনুযায়ী সলোই করা হয়েছে কথিবা বুনন করা হয়েছে।”[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ বনি বায (১৭/১১৮)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “যদি কোন ব্যক্তি তিলোয়ার বা পসিতল ঝুলান তাহলে সটে জায়যে হবে। কেননা সটে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি ভাষ্যেরে গণ্ডতি পড়ে না কথিবা ভাষ্যেরে ভাবেরে গণ্ডতিও পড়ে না। যদি কটে বলেট দিয়ে তার পটে বাঁধে তাহলে সটে জায়যে হবে। যদি কটে তার কাঁধে পানরি মশক বাঁধে কথিবা টাকাপয়সা রাখার থলে বাঁধে, তাহলে সটেও জায়যে হবে। মোটকথা হলো: যা কছি পরা হারাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি একটি করে সগেলো উল্লেখ করছেন। আর যা কছি উদ্ধৃত পোশাকগুলোর ভাষ্যেরে ভাবার্থভুক্ত আমরা সগেলোকোও অন্তর্ভুক্ত করছি। আর যা কছি এর ভাষ্যেরে ভাবেরে আওতায় পড়ে না সটেকি এর অধভুক্ত করনি। আর যো পোশাকেরে বিষয়ে আমরা সন্দহিন সটেকি আমরা এ মূলনীতির অধভুক্ত করছি: “মূল বধিন হচ্ছো বধৈতা।”[আল-শারহুল মুমতী (৭/১৫২)]

তাই প্রশ্নে উল্লেখিত ববে কিয়ারিয়ার শাইখ কর্তৃক উল্লেখিত পানরি মশক কাঁধে ঝুলানোর চয়ে বশো কছি নয়। অনুরূপভাবে এটি জনিসিপত্র রশা দিয়ে বা এ জাতীয় অন্য কছি দিয়ে বঁধে বহন করার সাথে সাদৃশ্যপূরণ।

আলমেগরণ এই মর্মে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যো, ইহরামকারীর জন্য পঠি জনিসিপত্র বহন করা জায়যে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি রশা দিয়ে এটাকে বুকেরে সাথে বাঁধতে পারনে। কছিটা দূরবর্তী হলেও এটি ববে কিয়ারিয়ারের সাথে সাদৃশ্যপূরণ।

দখুন: মানহুল জাললি শারহু মুখতাছারলি খাললি (২/৩০৮)

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।